International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(1): 212-213
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 11-02-2026
Accepted: 25-02-2026
Publish : 27-02-2026

Babita Sing Sardar
Former Student,
Dept. of Bengali,
Banaras Hindu University,
Varanasi – 221005,
Uttar Pradesh

Correspondence:
Babita Sing Sardar
Former Student,
Dept. of Bengali,
Banaras Hindu University,
Varanasi – 221005,
Uttar Pradesh

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ইন্দির ঠাকরুন

Babita Sing Sardar

Abstract:

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পথের পাঁচালি' (১৯২৯) উপন্যাসে যে ক'টি চরিত্র চিত্রায়ন করেছেন তার মধ্যে অন্যতম চরিত্র হল 'বল্লালী বালাই' - এর গল্পকথা, বাস্তবে তা গল্প নয়। বাংলাদেশের এক পল্লীগ্রামে নিশ্চিন্দিপুরের কৌলিন্য প্রথার বলি হওয়া এক নারীর জীবন আলেখ্য। বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজের পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত হয়। সেই প্রথানুযায়ী একজন পুরুষ অনেক মেয়েরই পাণিগ্রহণ করত। আমার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ সমাজে বাল্য বিবাহকে রোধ করা। বালিকা বধূরা সামাজিক চাপের ফলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত ঠিকই কিন্তু স্বামী বা পতি দেবতার সেবা করা এবং তাঁর সংসারে থেকে সংসার ধর্ম পালন করার সুযোগ তারা পেত না। কেননা তখন ওই বালিকার সংসার সম্বন্ধে কোনোরূপ ধ্যান-ধারণাই হয়নি। কৌলিন্য প্রথার এটাও একটা সামাজিক ব্যাধি, যে ব্যাধিতে ব্যাধিগ্রস্ত কতশত বালিকা। সাহিত্যিক তাঁর সুন্দর লেখনীতে সেই চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

Keywords: কৌলিন্য প্রথা, 'বল্লালী বালাই', বাল্যবিবাহ, সমাজচিত্র।

ভূমিকা:

কথাসাহিত্যে বাঙালি মনকে শরৎচন্দ্রের মতোই নাড়া দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করেছিলেন এবং তৎকালীন বাংলার সমাজে নারীর অবদান এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসের তিনটি খণ্ডের মধ্যে একটি খণ্ড 'বল্লালী বালাই'। ঔপন্যাসিক তাঁর ইন্দির ঠাকরুনকে হাস্যময়ী, সুঠাম, সুন্দর, শান্তময়ী নারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু হরিহরের মেয়ে দুর্গার চোখে ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধা। কত আঘাত, কত ব্যথা, কত অবহেলা, অপরের গলগ্রহ হয়ে জীবন সংগ্রামে শুধু বেঁচে থাকার তাগিদে দুর্গার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক রূপে বিবেচিত। রামচাঁদ রায় মারা যাবার পর ছন্নছাড়া হরিহরকে ইন্দির ঠাকরুন নিজের ভাইয়ের মতোই দেখাশোনা করেছেন এবং হরিহর কিছুদিনের জন্য দেশত্যাগ করলেও ইন্দির ঠাকরুন বহুকষ্টে একবেলা-আধবেলা না খেয়ে দিন কাটিয়েছেন তবুও ভিটে ছেড়ে অন্যত্র যাননি। অর্থাৎ হরিহরের বাল্যকালের সমস্ত স্মৃতি যেন তাঁর মাতৃত্বের এক দৃষ্টান্ত। ইন্দির ঠাকরুনের বিশ্বেশ্বরী নামে একটি মেয়েও ছিল কিন্তু বিবাহের অল্প পরেই সে মারা যায়। হরিহরের ছোট্ট মেয়ে দুর্গাকে দেখে ইন্দির ঠাকরুনের ঘুমন্ত মাতৃত্বকে লেখক জাগিয়ে তুলেছেন। হরিহরের স্ত্রী দেখতে সুন্দরী হলেও খুবই ঝগড়ুটে ছিল। দুর্গার মা সর্বজয়ার চোখে ইন্দির ঠাকরুন একটা সংসারের বোঝা। কারণে-অকারণে তাঁর সাথে ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকত এবং অভিমান করে বুড়ি বাড়ি ছেড়ে চলে যেত কিন্তু দুর্গার স্নেহের টানে আবার বাড়ি ফিরে আসত। সর্বজয়ার দেওয়া অল্প দুঃখে তিনি কাতর নন, এটাই তাঁর জ্বলন্ত উদাহরণ। কেননা তিনি অল্প বয়সে বিধবা, নিজ সন্তানের মৃত্যু, পিতা-ভ্রাতার মৃত্যু, অপরের বাড়িতে আশ্রয় না পাওয়া নিশ্চিন্দিপুরের কত বংশ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এক বিবর্তনের সাক্ষী।

উদ্দেশ্য:

1. তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের স্বসম্মান কৌলিন্যতা স্থাপন করা।
2. বর্ণভিত্তিক বিভাজনের সূচনা, শাস্ত্রের নামে নারীদের অধিকার হরণ।
3. জাতিভিত্তিক কঠোর বিভাজন।
4. বাল্য বিবাহকে রোধ করা।
5. শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সমাজের মেয়েরা অপর কোনো সমাজে মেলা-মেশা না করা বা ব্রাহ্মণ সমাজে বদ্ধ হয়ে থাকা।

পটভূমি:

মধ্যযুগের সমাজে ব্রাহ্মণদের কুলমর্যাদা রক্ষার্থে সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। কুলীন শব্দের অর্থ উত্তম পরিবার। নয়টি গুণ সম্পন্ন প্রজারা 'কুলীন' আখ্যা পেত। কৌলিন্যের লক্ষণ সম্পর্কে একটি বচন আছে—

'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥'

অর্থাৎ আচরণ, শালীনতা, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থভ্রমন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজে যাদের একবার কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল তাদের বংশপরম্পরায় কুলীন বলে সম্মানিত করা হত। যদিও এই নয়টি লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণেরাই কুলীন হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাদের নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই নিয়ম নীতি মানা হত না। কেননা ওই নয়টি গুণসম্পন্ন হলেও এর মধ্যে সামাজিক নীতি বহির্ভূত অনেক কাজই ব্রাহ্মণরা করতেন। যেমন— সামাজিক অনুশাসনের জন্য সমাজপতি হিসাবে গণ্য করা হত। ওই সমাজপতিরা নীতি ভ্রষ্ট হয়ে অনেক অনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বহুলাংশে ক্ষতি সাধন করত। কেননা তৎকালীন সমাজপতিদের কিছু কার্যকলাপ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। যথা—

1. অসবর্ণ নারীদের প্রতি অশোভনীয় আচরণ করত এবং তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচারের কথা বর্ণিত আছে।
2. এছাড়া তাদের অত্যধিক অর্থলিপ্সার প্রমাণ পাওয়া যায় যা সমাজ জীবনকে সম্পূর্ণরূপে তারা নিয়ন্ত্রণ করত।

বাংলার ইতিহাসে এই অন্ধকার দিকটির ছবি এড়িয়ে যায়নি, 'পথের পাঁচালি' উপন্যাসে 'বল্লালী বালাই' অর্থাৎ ইন্দির ঠাকরুনের চরিত্রের মধ্যে। বাংলার এই কলঙ্কজনক কৌলিন্য প্রথার বিষয়টি লেখক উপন্যাসের পাতায় তুলে ধরেছেন। বল্লাল সেনের আমলে বাংলার অন্যান্য বালিকা বধূর মতো ইন্দির ঠাকরুন কৌলিন্য প্রথার শিকার। তিনি কুলীন সমাজের কাছে নিপীড়িত, নিরাশ্রয়া, অভাগিনী, সমাজ অগ্নিতে বিদগ্ধ মহিলা।

ইন্দির ঠাকরুন অপরের বাড়িতে থেকে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁকে সামাজিকভাবে বৈধব্য দশার শিকার হতে হয়। তাঁর কোনো আত্মপরিজনের কাছে বাঁচার অবলম্বন না পেয়ে দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা হরিহরের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইন্দির ঠাকরুন বাল্য অবস্থায় পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অনেক জ্ঞাতি পরিজনদের কাছে গিয়ে আশ্রয় পাননি, এমনকি বৃদ্ধা পরবর্তীকালে নিজ জামাতার বাড়ি গিয়েও আশ্রয় পাননি, সেখানেই তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে এসেছেন।

তিনি সমাজের চাপে ভাগ্য বিড়ম্বিতা কেননা তিনি স্বামীহীনা, সন্তানহীনা।

লোকমুখে প্রচলিত ছড়াগুলিও কৌলিন্য প্রথার নিদর্শন বহন করে। যেমন—

'তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী॥
টঙ্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম কানে মদনকড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥
চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাকখেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥'

বাংলা সাহিত্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে, রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসে কৌলিন্য প্রথার প্রভাব রয়েছে।

ফলাফল:

মধ্যযুগের সমাজে কৌলিন্য প্রথা জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে অনুলোম বিবাহ ছাড়াও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। কৌলিন্য প্রথার যূপকাষ্ঠে বলি হওয়া এক নারীর জীবন আলেখ্য।

উপসংহার:

কৌলিন্য প্রথা হলো তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত শুধুমাত্র কৌলিন্য সম্মান আদায় করতেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থা যে খুবই শোচনীয় ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

Endnotes:

1. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা, পৃষ্ঠা-১৫৩, ১৬৬।
2. ড. অতুল সুর, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা-২১০, ২১১।
3. জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'পথের পাঁচালী'- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৬, ১৩।

Bibliography:

1. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, 'ভারতীয় জাতিবর্ণপ্রথা', কলিকাতা, প্রকাশক ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২, ১৯৮৭।
2. সুর, ড. অতুল, 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন', সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬।
3. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ও দাস শ্রীসজনীকান্ত, 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' - দ্বিতীয় ভাগ, প্রকাশক শ্রীরামকমল সিংহ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।
4. চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ, 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।